হ্যাপি বার্থ ডে

১৮ অক্টোবর, ২০২১ইং

শেখ রাসেল [জন্ম: ১৮/১০/৬৪, মৃত্যু: ১৫/০৮/৭৫]

পত্রিকা পরিষদ

সভাপতি
শামীম আখতার শিমুল
সহঃ শিক্ষক (আইসিটি)

সম্পাদক
আয়েশা, ১০ম, ০৩

সম্পাদনা সহযোগি
সুরাইয়া আক্তার, ১০ম, ০৪
মোমিতা রানী পাল, ৩ন, ১১
রৌদ্র আহমেদ, ৮ম, ০২
শ্রেয়শী বিশ্বাস, ০৭, ০৩
সীমা খাতুন, ৭ম, ০৭

লেখনী
এম, এইচ, আলিফ, ৮ম, ০১

শেখ রাসেল: ভালোবাসার আরেক নাম

– শামীম আখতার, সহকারি শিক্ষক (আইসিটি)।

১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর রাত দেড়টায় এক নতুন শিশুর জন্ম হয় ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাসায়। শিশুর নামকরণটা করেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর প্রিয় লেখক ছিলেন বর্ট্রান্ড রাসেল। সেই প্রিয় লেখকের নামের সাথে মিল রেখে আদরের সন্তানের নাম রাখেন শেখ রাসেল।

৪ বছর বয়সে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলে শেখ রাসেলের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ধীরে ধীরে নিজেই স্কুলের ব্যাপারে আগ্রহী হয় শেখ রাসেল। স্কুলের মধ্যেই রাসেলের অনেক বন্ধু জুটে যায়। মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার অদ্ভুদ ক্ষমতা ছিল তার। সে বন্ধুবৎসল ছিল। শেখ রাসেলের জন্য একজন গৃহশিক্ষিকা রাখা হয়। খুব দুষ্টপ্রকৃতির ছিল তাই শিক্ষিককে রাসেলের কথা শুনতে হতো। নইলে সে পড়াশোনায় মনোযোগী হতো না। তাই শিক্ষিকাও রাসেলের কথা অনুযায়ী শিক্ষাদান করতেন। শিক্ষিকার খাবার-দাবারের ব্যাপারে খুব সচেতন ছিল শেখ রাসেল। প্রত্যেক দিন শিক্ষিকার জন্য দুটি করে মিষ্টি বরাদ্দ থাকতো এবং শিক্ষিকাকে খেতে হতো রাসেলের ইচ্ছানুযায়ী। এভাবেই চলছিল শেখ রাসেলের বাল্যকাল। পরিবারের সবার আদর কেড়ে হৈ-হুল্লোড়ে মাতিয়ে রাখতো ৩২ নম্বর ধানমন্ডির পুরো বাড়ি। সেখানেও সবার স্নেহ কাড়তো ফুলের মতো শিশু রাসেল; ছোট্ট একটি বাই-সাইকেল নিয়ে ছুটে বেড়াতো বাড়ির আঙিনায়।

সেই ছোট্ট বয়স থেকেই রাসেলের ছিল অসাধারণ নেতৃত্বসুলভ আচরণ। ঢাকায় তার তেমন কোনও খেলার সাথি ছিল না, কিন্তু যখন পারিবারের সঙ্গে টুঙ্গিপাড়ায় বেড়াতে যেত, সেখানে তার খেলার সাথির অভাব হতো না। রাসেল নিজেই বাচ্চাদের জড়ো করত, তাদের জন্য খেলনা বন্দুক বানাতো, ... আর সেই বন্দুক হাতেই তাদের প্যারেড করাতো, জামা- ... কাপড় কিনে দিত, খাবারের ব্যবস্থা করতো। আর বড় ... হয়ে তুমি কী হবে- এমন প্রশ্ন কেউ করলে, ... রাসেল বলতো 'আর্মি অফিসার হবো'। এক- ... বার কালো বড় ওলা পিপড়া রাসেলের ... আঙুলে কামড় দিয়ে রক্ত বের করে ... দেয়। ব্যথা পেয়ে রাসেল পরবর্তীতে ওলা ... পিপড়া দেখলেই বলতো 'ভুট্টো'। শিশু রাসেলের ... বেশি সময় কেটেছে মা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের কাছে ... মাসে দুবার বা ১৫ দিন অন্তর বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মরহুম ... চার সন্তান নিয়ে জেলের গেটে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎ করতে যেতেন। 'কারাগারের রোজনামচা' তে শেখ রাসেলকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, '৮ ফেব্রুয়ারি ২ বছরের ছেলেটা এসে বলে, আব্বা বাড়ি চলো। কী উত্তর ওকে আমি দিব। ওকে ভোলাতে চেষ্টা করলাম ও তো বোঝে না আমি কারাবন্দি। ওকে বললাম, তোমার মার বাড়ি তুমি যাও। আমি আমার বাড়ি থাকি। আবার আমাকে দেখতে এসো। ও কী বুঝতে চায়! বিদায় নেবার সময় বঙ্গবন্ধুকে পালিয়ে বিদায় নিতে হতো। শিশুকাল কেটেছে পিতাকে ইচ্ছেমত আব্বা ডাকতে না পারার আকুতি নিয়ে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'আমাদের ছোট রাসেল সোনা' বইয়ে লিখেছেন, 'যখন সে আব্বা বলে ডাকত তখন মা বলত, আমি তোমার আব্বা। আমাকেই আব্বা বলে ডাকো।' চোখের সামনে বাবাকে দেখতে না পেয়ে মা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে একপর্যায়ে 'আব্বা' বলেই সম্বোধন করতো।

খুনিরা ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেনি, বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বর ও নির্মমভাবে হত্যাকান্ডে সপরিবারে শিশু রাসেলকেও হত্যা করেছে। এগারো বছরের শিশু রাসেল আতঙ্কিত হয়ে কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, 'আমি মায়ের কাছে যাবো'। মৃত্যুকালে ১১ বছরের রাসেল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিল।

১৮ অক্টোবর শেখ রাসেলের জন্মদিনকে জাতীয় দিবস ঘোষণা করা হয়েছে। 'শেখ রাসেল: দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস' স্লোগানে বেদনা আর ভালোবাসায় আমরা শেখ রাসেলকে স্মরণ করছি।

HAPPY BIRTH DAY

শেখ রাসেল

রৌদ্র আহমেদ, ৮ম, ০২

একটা চাঁদ চাঁদটা নীল
আলোর রাত উজল ঝিল,
ঝিলের জলে উছল-ছল
ঢেউরা ঠিক রুপোর মল।
চাঁদের দিক দৃষ্টি মেলে
চাঁদ তো নয় শেখ রাসেল,
একটা ফুল লাল পলাশ
রাতটা নেয় দীর্ঘশ্বাস।
পাতায় দোল ব্যথার ঢল
শিশির ভোর অশ্রুজলে,
আস্তে খুব চরণ ফেলে
ফুল তো নয় শেখ রাসেল।

নয়নমনি

সুরাইয়া ইয়াসমিন, ৮ম, ০৩

একটা দিন যেমন,
স্মৃত রাসেল তেমন।
সারা বাড়ি খেলতো,
জগতেরই মোতন।
একটা রাত্রি যেমন,
রাসেল ছিল তেমন।
আব্বা মায়ের বুকের ভিতর,
উঠতো সারাক্ষণ।
আজকে যত দামাল ছেলে,
দেশ গড়ারই কাজে।
তাদের দেখে মনে হয়,
রাসেল বেঁচে আছে।
শেখ রাসেল শেখ রাসেল,
জাতির পিতার নয়নমনি
শেখ রাসেল।

শূন্যতা

সুরাইয়া আক্তার, ১০ম, ০৪

তারায় ঝলমলে আকাশ
হঠাৎ হলো মলিন
জোৎনা ভরা চাঁদ তুমি
আঁধারে হলো বিলীন
এ স্মৃতি শুধু কাঁদায়
ঠাঁই নিয়েছে ইতিহাসের পাতায়
রাসেল ছিল এক উজ্জ্বল তারা
স্বপ্ন আঁকা তুলি এক ফুল কলি
শোকে দুঃখে পাথর হয়ে
আজ ও তোমায় খুঁজি
তোমার জন্মদিন এলে পরে
আমাদের দুচোখে অশ্রু ঝরে
জানি আসবে না কভু ফিরে
মন ভরে উঠে বেদনায়
তোমার শূণ্যতায়

আমরা সবাই

আয়শা, ১০ম, ০৩

তুমি ছিলে গোলাপ কুড়ি
সুবাসে নির্মল ঘ্রাণ
পনরো আগস্ট কতক সেনা
কেড়ে নিলো প্রাণ
তুমি ছিলে তুমি আছো
জুড়ে সবার মন
তোমার ছবি দেখে দেখে
কাঁদি সারাক্ষণ
আমরা সবাই রাসেল হত্যার
দুষ্টের সাজা চাই
রাসেল এখন শক্তি-সাহস
কোনো চিন্তা নাই।

সৌজন্যে: রাজ টেক্সটাইল মাধ্যমিক বিদ্যালয়